সংবাদ

তারিখ ··27 SEP 2017··
পৃষ্ঠা ··১১·· কলাম ··২··

শাহরাস্তির ফেরুয়া মাদ্রাসা

সুপারের বিরুদ্ধে বৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রতিনিধি, শাহরাস্তি (চাঁদপুর)

শাহরাস্তির ফেরুয়া কাদেরিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে বৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। এছাড়া সুপারের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে স্থানীয় দেড় শতাধিক অভিভাবক গণস্বাক্ষরের মাধ্যমে তার দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন জানিয়েছেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা জানান ২০১৬ সালে জেডিসি পরীক্ষায় টেলেন্টপুলে ৫ জন ও সাধারণ গ্রেডে ৪ জনসহ ৯ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পায়। মাদ্রাসার সুপার মাও. হুমায়ুন কবির ৯ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পাওয়ার বিষয়টি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের না জানিয়ে গোপন রাখে। সুপার হুমায়ুন কবির ও অফিস সহকারী আবু সুফিয়ান যোগসাজসে ৯ জন শিক্ষার্থী বৃত্তির টাকা উঠিয়ে আত্মসাৎ করে। ৯ জন শিক্ষার্থীর মাসে ৩শ টাকা হারে ১ম কিস্তির ৬ মাসের টাকা উঠিয়ে নেন। সুপারের টাকা উত্তোলনের বিষয়টি শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরে রেজাল্টশিট উত্তোলন করলে বিষয়টি প্রকাশ পায়। বিষয়টি প্রকাশের পর মাদ্রাসা সুপার মাও. হমায়ুন কবির বৃত্তিপ্রাপ্ত ২ জন শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে পোপনে বৃত্তির টাকা পৌছিয়ে দেন। বিষয়টি স্থানীয় অভিভাবকরা অবগত হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর গত ১০ আগস্ট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এছাড়া সুপারের বিভিন্ন অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে ১৫০ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবক গণস্বাক্ষরের মাধ্যমে লিখিত অভিযোগ গত ১৮ সেপ্টেম্বর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট জমা দেন। শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা আরও জানান শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা ও পরীক্ষার ফিস, মাসিক বেতনের টাকা আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া এবতেদায়ী ১ম, ২য় ও ৩য় শাখায় কোন শিক্ষার্থী না থাকা শর্তেও সরকারি বই বিভিন্ন মালামাল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে সুপার মাও. মো. হুমায়ুন কবির জানান গত জুলাই মাসে ৯ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ৬ মাসের টাকা উত্তোলন করেছি। বিষয়টি অভিভাবকরা অবগত হলে কয়েকজন শিক্ষার্থীর বৃত্তির টাকা বাড়িতে পৌছে দিয়েছি। বাকি শিক্ষার্থীদের টাকা বৃত্তির টাকা পৌছে দেয়া হবে। এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আহছান উল্যাহ চৌধুরী জানান বিষয়টি অবগত হয়েছি ও অভিযোগের কপি পেয়েছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট অভিভাবকরা লিখিত অভিযোগ করেছেন। যার প্রেক্ষিতে নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা কৃষি অফিসারকে তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.......................
তারিখ..........
চীফ,
চীফ, ডি.এ.[illegible]
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর